আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস

মহামান্য রাষ্ট্রপতি

জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

ভাষণ

বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র

---

১৫ ভাদ্র ১৪৩৩/৩০ আগস্ট ২০২৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আহমেদ আযম খান

বিশেষ অতিথিবৃন্দ—

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব সালাহউদ্দিন আহমদ

মাননীয় আইন মন্ত্রী জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ইশরাক হোসেন,

উপস্থিত সম্মানিত সংসদ সদস্যগণ,

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ,

গুমের শিকার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ,

সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ,

এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ—

আসসালামু আলাইকুম।

আজ ৩০ আগস্ট—আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস-২০২৬।

শুরুতেই আমি দুঃখ- কষ্ট-বেদনা এবং গভীর শ্রদ্ধা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে স্মরণ করছি বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে জোরপূর্বক গুমের শিকার সকল মানুষকে। স্মরণ করছি, সেইসব মা-বাবা, ভাই-বোনদের যাঁরা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর অপেক্ষা করছেন—এই বুঝি তাঁদের সন্তান, স্বজন ফিরে এলো।

স্মরণ করছি সেই স্ত্রীকে, যিনি প্রিয় স্বামীকে হারিয়ে একা জীবনের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। স্মরণ করছি, সেই সন্তানকে, যার শৈশব পেরিয়ে গেছে বাবার ফিরে আসার অপেক্ষায়—কিন্তু বাবা তাকে কোলে তুলে নিতে আর ফিরে আসেননি। গুমের নির্মম শিকার সকল ব্যক্তি, পরিবার, স্বজন ও সহযোদ্ধার প্রতি জানাই আমার গভীর সমবেদনা ও আন্তরিক সহমর্মিতা। গুম-খুনের শিকার সকল মানুষের পবিত্র স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। আমি তাঁদের রূহের চিরশান্তি ও মাগফিরাত কামনা করি।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

গুম কোনো সাধারণ অপরাধ নয়। এটি মানবতাবিরোধী অপরাধ। গুম শুধু একটা মানুষকে কেড়ে নেয় না। কেড়ে নেয় প্রিয়জনদের হাসি, শান্তি, স্বপ্ন, অর্থনৈতিক-সামাজিক স্বস্তি। এ মানবতার এক চরম অপমান, মানবাধিকারের জঘন্য লঙ্ঘন।

আমাদের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিকের জীবন, ব্যক্তিস্বাধীনতা, আইনের সুরক্ষা ও মানবিক মর্যাদার নিশ্চয়তা দিয়েছে। গুম-খুনের মাধ্যমে কার্যত সেই অধিকারগুলোর সবকটিকেই একসঙ্গে ভূলুণ্ঠিত করা হয়।

উপস্থিত সুধীমন্ডলী,

গুম, গোপন বন্দিশালা ‘আয়নাঘর’ শব্দগুলি বাংলাদেশের মানুষের কাছে পরিচিত ছিল না। বিগত দেড় দশকে ফ্যাসিবাদী সরকারের আমলে এই গুম, গোপন বন্দিশালা ‘আয়নাঘর’ চালু করা হয়। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের শাসনামলে যারাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন, গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য যখনই আন্দোলন করেছেন, তখনই তাদের স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, গুম করা হয়েছে, গোপনে খুন করা হয়েছে। অথচ ফ্যাসিস্টের আজ্ঞাবহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এই গুরুতর অপরাধকে সর্বদা অস্বীকার করে গেছে।

যে গণতন্ত্র, সাম্য, বাকস্বাধীনতা, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য ১৯৭১ সালে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে দেশটাকে স্বাধীন করেছিলেন, সেই স্বাধীন দেশে গুম-খুনের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চূড়ান্ত অন্যায় আর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে ভীতিকর পরিবেশ ও কঠিন পরিণতির বার্তা দেওয়া হতো। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এ এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অপমানজনক অধ্যায়।

সম্মানিত সুধী,

আজকের এই দিনে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হয়, বহুদলীয় গণতেন্ত্রের প্রবক্তা, সুশাসন, স্বাধীন সংবাদমাধ্যম, মত ও পথের ভিন্নতা ও স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে। এই বহুদলীয় গণতন্ত্রের ধারাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়ে একদলীয় ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েমের স্বপ্ন থেকেই বিগত আওয়ামী লীগ সরকার গুম খুনের সংস্কৃতি চালু করেছিল।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, যিনি ফ্যাসিবাদী সরকারের গুম-খুনের বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, একদিন এই গুম, খুন, অত্যাচার, নির্যাতনের বিচার বাংলাদেশের মাটিতেই হবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ ফ্যাসিবাদ বিরোধী সকল রাজনৈতিক দল, সামাজিক শক্তি, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও সর্বস্তরের জনগণকে, যাঁদের অনেকে গুম-খুনের শিকার হয়েছেন। নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে সেই ফ্যাসিবাদ বশংবদ দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছে। এখন প্রতিশোধ নয়, প্রতিকার করতে হবে, প্রকৃত সকল অপরাধীদের আইনানুগ শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

আজকে এখানে গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সদস্যরা উপস্থিত আছেন। তাদের অনুসন্ধান ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে গুম-খুন, মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রকৃত চিত্র দেশ ও সমগ্র বিশ্বের কাছে পৌঁছে গেছে। কমিশন ১,৫৬৯টি ঘটনাকে সুনির্দিষ্টভাবে গুম হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে ২৮৭ জন নিখোঁজ ও মৃত। এই প্রতিবেদনে নির্বাচনের আগে গুমের ঘটনা বেড়ে যাওয়া, বেছে বেছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নেতাকর্মীদের জোরপূর্বক গুম ও গোপনে খুন করার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখতেই দলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থে এই ঘৃণ্য কাজগুলো বেশি করা হয়েছে।

উপস্থিত সুধী,

কমিশনের প্রতিবেদন আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করেছে, কিন্তু পথ এখনো অনেক দীর্ঘ। এবারের আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবসে প্রতিপাদ্য: 'Victims first, Action now' অর্থাৎ গুমের শিকার ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারকে সকল উদ্যোগের কেন্দ্রে রাখতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তির পরিবারের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং তাঁদের দীর্ঘদিনের বেদনা ও বঞ্চনার যথাযথ প্রতিকার করাকে সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। গুমকে একটি স্বতন্ত্র ও গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা, নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান, ভুক্তভোগী ও তাঁদের পরিবারের অধিকার, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিল, ২০২৬' জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, শুধু অপরাধীদের শাস্তি দিলেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব শেষ হবে না। যেসব পরিবার বছরের পর বছর প্রিয়জনের অপেক্ষায় সীমাহীন অনিশ্চয়তা, আর্থিক সংকট ও মানসিক যন্ত্রণা বহন করেছে, তাদের মর্যাদা, সামাজিক নিরাপত্তা, চিকিৎসা, শিক্ষা, জীবিকা ও পুনর্বাসনের দায়িত্বও রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে।

তবে আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো—বাংলাদেশে যেন আর কখনো একজন মানুষও গুমের শিকার না হন, সেই নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও নীতি মুখ্য। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর কার্যক্রমকে কঠোর আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে; গ্রেপ্তার ও আটকসংক্রান্ত প্রতিটি তথ্য যথাযথভাবে নথিভুক্ত করতে হবে এবং আটক ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে তাঁর পরিবার ও আইনজীবীকে আইনানুগভাবে অবহিত করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কোনো ধরনের গোপন আটককেন্দ্র 'আয়নাঘর' বা বেআইনি হেফাজতের সুযোগ রাখা যাবে না। এজন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বিচার বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও স্বাধীন, কার্যকর ও সুদৃঢ় করতে হবে। সাক্ষী ও ভুক্তভোগীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মানবাধিকার ও আইনসম্মত দায়িত্ব পালনের বিষয়ে প্রশিক্ষিত করতে হবে।

প্রিয় স্বজনহারা ও প্রিয়জনের অপেক্ষায় থাকা পরিবারবর্গ,

আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের এই কষ্ট শুধু আপনাদের ব্যক্তিগত কষ্ট নয়; এটি আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজের জন্যও একটি নৈতিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন।

আমরা এমন একটি বাংলাদেশ চাই, যেখানে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকবে—কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থাকবে না। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে—কিন্তু ভয়ের সংস্কৃতি থাকবে না। আইনশৃঙ্খলা থাকবে—কিন্তু আইনের নামে মানবাধিকার ও সুবিচার লঙ্ঘনের সুযোগ থাকবে না। রাষ্ট্রের ক্ষমতা থাকবে—কিন্তু সেই ক্ষমতার ওপর থাকবে সংবিধান ও আইনের নিয়ন্ত্রণ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, একটি দেশের উন্নয়ন ও সাফল্য শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। বরং একটি রাষ্ট্র কতটা গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমুখী, কতটা ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক এবং তার নাগরিক কতটা নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করে—সেটি একটি রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নয়ন ও সাফল্যের চিত্র তুলে ধরে। আর এমন একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতেই আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আসুন, আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলি, যেখানে প্রতিটি নাগরিক নিরাপদে বাঁচবে। প্রতিটি পরিবার মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বসবাস করবে, রাষ্ট্র কোনো মায়ের কষ্টের কারণ হবে না। সকল নাগরিক বিশ্বাস করবেন—রাষ্ট্র সুনাগরিকের বিরুদ্ধে নয়, রাষ্ট্র সর্বদা তাঁর পাশে আছে।

প্রিয় সুধীমণ্ডলী,

আজকের এই দিবসে আমরা শুধু অতীতের বেদনাকে স্মরণ করব না; ববং তা থেকে শিক্ষা নিবো, ভবিষ্যতের জন্য একটি দৃঢ় অঙ্গীকারও করবো।

আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে রাষ্ট্রের কাছে প্রতিটি নাগরিকের জীবন হবে সমান মূল্যবান; যেখানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে আইনের লঙ্ঘন হবে না; যেখানে কোনো মায়ের সন্তান, কোনো সন্তানের বাবা, কোনো স্ত্রীর স্বামী কিংবা কোনো পরিবারের প্রিয়জন জোরপূর্বক গুম হবে না; এবং যেখানে কোনো পরিবার সত্য জানার জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে বাধ্য হবে না। বাংলাদেশে আর কখনো কোনো মানুষ যেন গুমের শিকার না হন তা– নিশ্চিত করাই হোক আমাদের আজকের দৃঢ় অঙ্গীকার।

আসুন, আমরা সম্মিলিতভাবে এমন একটি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করি—যেখানে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সাম্য ও মর্যাদা হবে রাষ্ট্রের ভিত্তি, সুশাসন হবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, জবাবদিহিতা হবে গণতন্ত্রের শক্তি এবং ইনসাফ প্রাপ্তি হবে প্রতিটি নাগরিকের অধিকার।

গুম ও বিচারহীনতার অন্ধকার পেরিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাক—সত্য, ন্যায়, মানবিকতার আলোকিত পথে। গুমের শিকার ব্যক্তি ও স্বজনদের সবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, সমবেদনা, সহমর্মিতা।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার তৌফিক দান করুন।

আল্লাহ হাফেজ।
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।